আমাদের সময়

তারিখ 04 JAN 2018
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

ছাত্রলীগের ৬৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ

৫ মাসেও হয়নি পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেতাকর্মীদের ক্ষোভ-হতাশা

সানাউল হক সানী ●

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ভ্রাতৃপ্রতিম সংগঠন ও দেশের ঐতিহ্যবাহী ছাত্র সংগঠন বাংলাদেশ ছাত্রলীগের ৬৮তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী আজ। বাংলার স্বাধীনতা ও বাঙালির স্বাধিকার অর্জনের লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্রলীগ। আওয়ামী লীগ প্রতিষ্ঠার এক বছর আগে ১৯৪৮ সালের ৪ জানুয়ারি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ও কিছু তরুণের সমন্বয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে সংগঠনটি আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু করে। প্রতিষ্ঠার এ দীর্ঘ সময়ে বাঙালি জাতির ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠা, স্বাধীনতার লাল সূর্য ছিনিয়ে আনাসহ গণতন্ত্র ও প্রগতির সংগ্রামকে বাস্তবে রূপদান করতে সামনের সারিতে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছে সংগঠনটি।

তবে সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় বর্তমানে সেই 'উজ্জ্বল অতীত' থেকে অনেকটাই দূরে সরে এসেছে সংগঠনটি। অভ্যন্তরীণ কোন্দল, টেন্ডারবাজি, চাঁদাবাজিসহ নানা কারণেই দিনদিন বিতর্কিত হচ্ছে সংগঠনটি। এমনকি নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠনের পাঁচ মাস অতিক্রান্ত হলেও পূর্ণাঙ্গ কমিটি গঠন করতে পারেনি কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। ফলে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে সংগঠনের এই শীর্ষ দুই নেতা তৎপরতা থাকলেও হতাশ নেতাকর্মীদের মধ্যে নেই সেই আমেজ। সংগঠনের একাধিক নেতাকর্মী আমাদের সময়ের সঙ্গে আলাপকালে এই হতাশার কথা জানিয়েছেন।

ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠা বাঙালি জাতির ইতিহাসে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে ছাত্রলীগের নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ, ৫৪'র সাধারণ নির্বাচনে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীদের ঐক্যবদ্ধ পরিশ্রমে যুক্তফ্রন্টের বিজয়, ৫৮'র আইয়ুববিরোধী আন্দোলন, ৬২'র শিক্ষা আন্দোলনে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা, ৬৬'র ৬ দফাকে বাঙালি জাতির মুক্তির সনদ হিসেবে প্রতিষ্ঠা, ৬৯'র এরপর পৃষ্ঠা ৭, কলাম ৬

৫ মাসেও হয়নি পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেতাকর্মীদের

(শেষ পৃষ্ঠার পর) গণঅভ্যুত্থান, বন্দিদশা থেকে বঙ্গবন্ধুকে মুক্ত করা, ৭০'র নির্বাচনে অভূতপূর্ব ভূমিকা পালন, ৭১'র মুক্তিযুদ্ধে সম্মুখসমরে অংশগ্রহণ, স্বাধীনতা-পরবর্তী সামরিক শাসনের অবসান ঘটিয়ে গণতন্ত্র পুনরুদ্ধারের আন্দোলনসহ প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামে ছাত্রলীগের অবদান অসামান্য।

এবারের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে কেন্দ্র করে নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেছে ছাত্রলীগ। কর্মসূচির মধ্যে রয়েছে আজ সকাল সাড়ে ৬টায় ধানমন্ডি ৩২ নম্বরে বঙ্গবন্ধুর প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদন, ৮টা ১ মিনিটে কার্জন হলে কেক কাটা, ১০টায় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অপরাজেয় বাংলার পাদদেশ থেকে শুরু হয়ে শাহবাগ, মৎস্যভবন, কাকরাইল ও বিজয়নগর মোড় হয়ে বঙ্গবন্ধু এভিনিউ পর্যন্ত বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। এ ছাড়া ৫ জানুয়ারি সকাল ১০টায় কলাভবনের সম্মুখে বটতলায় স্বেচ্ছায় রক্তদান কর্মসূচি। ৬ জানুয়ারি বিকাল ৫টায় টিএসসির সড়কদ্বীপ-সংলগ্ন ডাসে দুস্থদের মাঝে শীতবস্ত্র বিতরণ। ৭ জানুয়ারি বেলা ১১টায় টিএসসি মিলনায়তনে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অসমাপ্ত আত্মজীবনী বিতরণ ও পাঠচক্র উদ্বোধন এবং ৮ জানুয়ারি বিকাল ৩টায় টিএসসির সড়কদ্বীপ-সংলগ্ন ডাসে 'ইতিহাস ও মুক্তিযুদ্ধ' শীর্ষক বিশেষ আলোকচিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছে।

তবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর এত আয়োজন ছুঁতে পারেনি নেতাকর্মীদের। অন্যবারের মতো প্রাণচাঞ্চল্য নেই কর্মীদের মাঝে। গত বছরের ২৬ জুলাই কাউন্সিলের মাধ্যমে নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি গঠন করা হয়। ঐতে সাইফুর রহমান সোহাগ সভাপতি ও এসএম জাকির হোসাইন সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। তবে পাঁচ মাস অতিবাহিত হলেও এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় কমিটি পূর্ণাঙ্গ করতে পারেননি তারা। এ নিয়ে নেতাকর্মীদের মধ্যে ক্ষোভের পাশাপাশি বিরাজ করছে হতাশা। তাই প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর সেই আগের জৌলুস আর নেই এবার। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ছাত্রলীগের পদপ্রত্যাশী এক নেতা বলেন, প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উদযাপনে প্রতিবার একাধিক উপকমিটি গঠন করা হয় কেন্দ্রীয় নেতাদের সমন্বয়ে। নেতাকর্মীরা নিজেরা দায়িত্ব ভাগ করে নিয়ে কর্মসূচি সফল করে থাকেন। কিন্তু এবার প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীর আমেজ কেবল সভাপতি আর সাধারণ সম্পাদকের মধ্যেই। কারণ, তারা দুজন ছাড়া এখন কেন্দ্রীয় কমিটিতে আর কোনো নেতা নেই।

এ বিষয়ে জানতে চাইলে ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এসএম জাকির হোসাইন বলেন, ছাত্রলীগের কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলছে। পদপ্রত্যাশীদের জীবনবৃত্তান্ত যাচাই-বাছাই শেষ পর্যায়ে। আশা করি, দ্রুততম সময়ের মধ্যে কমিটি দিতে পারব। তিনি বলেন, ছাত্রলীগের প্রতিষ্ঠাবার্ষিকীকে ঘিরে নেতাকর্মীদের মধ্যে উৎসাহ বিরাজ করছে। অন্যবারের থেকে এবার জাঁকজমকপূর্ণভাবে প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালন করা হবে বলে জানান তিনি।